গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

কর্মসূচির প্রতিবেদন

বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচি

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচির বাসত্মবায়নকালঃ জুলাই/২০১2 হতে জুন/২০15 খ্রিঃ

কর্মসূচির প্রতিবেদন

০১. কর্মসূচির নাম: বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচি

০২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়

০৩. বাসত্মবায়নকারী সংস্থা: বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

০৪. কর্মসূচিভুক্ত এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
৭টি	৬৪	-

০৫.কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

(ক) সাধারণ কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের প্রত্যায়িত শ্রেণির ধান,গম,পাট ও আলু বীজ বেশী পরিমান সরবরাহ নিশ্চিত

করার মাধ্যমেযথাসময়ে বীজের চাহিদা পূরণ করা।

(খ) বর্তমান বিদ্যমান জনবলকে আরও বেশী কার্য্যক্রম এবং অধিক পরিমান বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন কার্য্যক্রমের অধীনে আনয়ন করা ।

(গ) দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য কৃষকের দোরগোড়ায় উন্নতমানের বীজ সরবরাহের উদ্দেশ্যে মাঠ প্রত্যয়ন কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা।

(ঘ) আমদানিকৃত বা স্থানীয় উৎপাদিত নিম্নমানের বীজ ব্যবহারে চাষীদেরকে প্রতারিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা।

(ঙ) প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে বীজ শিল্প এবং চাষীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

(চ) উন্নতমানের প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ উৎপাদন, ব্যবহার/সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভাল বীজের চহিদা পূরণ এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(ছ) সরকারী ও বেসরকারী /এনজিও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং বীজ ডিলার/বীজ উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা ।

০৬. কর্মসূচীর ব্যয়ঃ ২০২.০০ লক্ষ্য (দুই কোটি দুই লক্ষ্য) টাকা

০৭. অনুমোদনের তারিখ: ০৭-০২-২০১৩ খ্রি:

০৮. কর্মসূচির বাসত্মবায়নকাল: জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত

09. কর্মসূচি পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদি**:**

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একাধিক কর্মসূচির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	তারিখ		মন্তব্য
				যোগদানের	বদলীর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মো: আবু ইউসুফ মিয়া প্রধান বহিরাংগন নিয়ন্ত্রন অফিসার বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	-	হাঁ	-	১৯.০৩.২০১৩	০৮.০২.২০১৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
মো: নুরন্নল আমীন পাটওয়ারী উপ-পরিচালক (মাঠ প্রশাসন) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	-	হাঁ	-	০৯-০২-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১0. অর্জন

(ডিপিপি অনুসারে উদ্দেশ্য)	প্রকৃত অর্জন
(ক) সাধারণ কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের প্রত্যায়িত শ্রেণীর ধান,গম,পাট ও আলু বীজ বেশী পরিমান সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে যথাসময়ে বীজের চাহিদা পূরণ করা।	পূর্বের ১৫-১৮% স্থলে বর্তমানে ২৫% এ উন্নীত হয়েছে
(খ) বর্তমান বিদ্যমান জনবলকে আরও বেশী কার্য্যক্রম এবং অধিক পরিমান বীজ ফসলের মাঠ	প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে সংস্থার সকল জেলার বিদ্যমান জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে

প্রত্যয়ন কার্য্যক্রমের অধীনে আনয়ন করা।	
(গ) দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষকের দোরগোড়ায় উন্নতমানের বীজ সরবরাহের উদ্দেশ্যে মাঠ প্রত্যয়ন কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা।	বীজ উৎপাদক ও কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন নিশ্চিত করণে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে
(ঘ) আমদানিকৃত বা স্থানীয় উৎপাদিত নিম্নমানের বীজ ব্যবহারে চাষীদেরকে প্রতারিত হওয়ার হাত হতে রক্ষ করা।	বীজ উৎপাদক ও আমদানীকারকদের মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে
(ঙ) প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণেল মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে বীজ শিল্প এবং চাষীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।	মানসম্পন্ন বীজ স্থানীয় নিম্ন মানের বীজের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করার ফলে জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে
(চ) উন্নতমানের প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ উৎপাদন ব্যবহার/সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভাল বীজের চহিদা পূরণ এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	উন্নতমানের প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ উৎপাদন ব্যবহার/ সরবরাহ এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন এলাকা ও বীজ উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে
(ছ) সরকারী ও বেসরকারী /এনজিও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং বীজ ডিলার/বীজ উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা।	সরকারী ও বেসরকারী /এনজিও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং বীজ ডিলার/বীজ উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন কর্মকান্ড গতিশীল হচ্ছে

১1. কর্মসূচির বাসত্মবায়নোত্তর অবস্থা ও ফলাফল বিশেস্নষণ:

11.১. কর্মসূচির প্রভাব:

প্রত্যক্ষ:

১। কর্মসূচিটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বীজ উৎপাদক, বীজ ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উলেস্নখযোগ্য অবদান রাখছে।

২। কর্মসূচি বাসত্মবায়নের ফলে কৃষকগণ আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং গুদামজাতকরণে জ্ঞানার্জন করেছেন।

৩। ফসলের আধুনিক জাতসমূহ কৃষকদের মধ্যে সহজলভ্য হচ্ছে।

পরোক্ষ:

১। বীজ ডিলার, এসএএও প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন এলাকা এবং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি

পেয়েছে।

২। প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনকারী/কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ ইত্যাদির কারণে সাধারণ খাদ্য শস্য অপেক্ষা

বীজ বিক্রয় করে কৃষকগণ ২৫%-৩০% বেশী মূল্য পাচ্ছেন, ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্রতা দূরীকরণে উক্ত কর্মসূচি

উলেস্নখযোগ্য অবদান রাখছে।